*The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi*
*Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402*

# যুবসমাজের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন: কারণ ও প্রতিকার

## [The decline of Moral character inYouth Society: Causes and Remedies]

Goulam Rabbani
PhD Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

**ARTICLE INFORMATION**

*The Faculty Journal of Arts*
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 27 July 2024
Received in revised: 27 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
The decline, Moral character, Youth, Society, Islamic Culture

**ABSTRACT**

Nowadays, the main reason for the destruction of youth is lack of moral values. We have schools, universities, medical colleges, Qawmi and Alia Madrasas for education. In spite of having thousands of institution in the society, young generation falls into darkness gradually. If we say that the lack of morality is the the reason of these offenses, then a question arises that which lesson is supplied by the institutions? Absolutely some moral practice also exists in these institutions. But this little brightness is not enough for elimination of darkness. In addition, Western culture, drug availability, unrestricted hangouting of boys and girls, parents misbehavior, loneliness, lack of good guidelines, unethical use of technology and lack of awareness in our society spread the darkness. So, it is high time we increased awareness. We must rise up the morality, realization of young generation and should meetup the way of freedom and alleviate the darkness. For this, at the outset we have to revolutionize our education system. Merely this worldly education is not able to free us from this ignorance. Furthermore we have to uphold worldly education especially with the importance of religious education. Hazrat Muhammad (S) who is the greatest and eminent person throughout the world and all time is the brightest example before us. We have to follow the way he has given especially for the young education and their importance. Modern technology or information technology needs to be Islamized. The importance and necessity of using modern technology for construction, not destruction, needs to be promoted. Islamic culture should be practiced in entertainment and movies.

## ভূমিকা

মানুষের জীবনকাল অতিবাহিত হওয়ার যে স্তরগুলো রয়েছে যৌবন হলো তার অন্যতম। পুরো জীবনকে সাজিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে উত্তম সময় হল যৌবনকাল। রব্বি কারিমের পক্ষ হতে বান্দার জন্য যে অফুরন্ত নে'আমতরাজি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যৌবনের শক্তিমত্তা। মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারার তিনটি স্তর শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। তিন অবস্থার মাঝে দুইটি অবস্থাতে মানুষ থাকে দুর্বল। এ জন্য আল্লাহ তাআলা জীবনের এ মধ্যম স্তরকে শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

"আল্লাহ তিনি, যিনি দুর্বল (শিশু) অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান (যৌবনদান) করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।"

আলোচ্য আয়াতে দুই স্তরকে দুর্বল বলে যৌবনকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী সময় বলা হয়েছে। কারণ মানুষ ছোটকালে যেমন দুর্বল থাকে, তেমন বৃদ্ধ বয়সেও সে দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই সব কাজের জন্য যৌবনকালই মোক্ষম সময়। অতিমূল্যবান, উজ্জীবিত, দুঃসাহসী ও অফুরন্ত ইচ্ছেশক্তির আধার যুবসমাজই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধর। আগামী সোনালি সমাজ গড়ার হাতিয়ার। হাজারো ঝড়-ঝাপটা, বাতিলের কালো থাবাকে উপেক্ষা করে তারাই পারে সত্য-সুন্দর ও ন্যায়-ইনসাফের বিধান কায়েমের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে। ইতিহাস সাক্ষ্যবহন করে আছে যে, সৃষ্টির আদি থেকে অদ্যাবধি নৈতিক চরিত্রবান যুবসমাজ দ্বারাই পৃথিবী উপকৃত হয়েছে। অন্যদিকে দিশেহারা ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত যুবসমাজের দ্বারাই সমাজে

সংগঠিত হয়েছে যত অন্যায়-অপকর্ম ও ধ্বংস হয়েছে অনেক সভ্যতা। সুতরাং বলা যায় যুবকরা সুস্থ তো সমাজ ও দেশ সুস্থ আবার যুবকদের নৈতিক অধঃপতন তো পৃথিবীর সভ্যতা ও সুন্দরের বিলুপ্তি। এ জন্য যুবসমাজের নৈতিক চরিত্র অধঃপতনের সকল পথ রুদ্ধ করতে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে।

**নৈতিক চরিত্রের পরিচয়**

বাংলা ভাষায় নৈতিক শব্দটির ব্যবহার এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে। শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে অনুমেয় হয় যে, এটি দু'টি প্রত্যয় তথা নীতি+ইক প্রত্যয়দ্বয় দ্বারা গঠিত যার সমন্বিত রূপ নৈতিক। নীতি শব্দের অর্থ হলো ভাল মন্দ যাচাই ও বিবেকের বিচার। নৈতিকতা শব্দটি এ নীতি শব্দমূল থেকেই আগত। এর অর্থ হলো ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি। নৈতিকতা ও চরিত্র প্রায় একই অর্থ বাহক। চরিত্রের মধ্যেই নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত।[১]

চরিত্র শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো 'খুল্ক' (خلق) এবং নৈতিকতা শব্দটিকেও আরবিতে 'খুল্ক' (خلق) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। শব্দটির বহুবচন হলো 'আখলাক' (اخلاق)-এর অর্থ হলো আচরণ, স্বভাব, অভ্যাস, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ ও সুন্দর আচরণ ইত্যাদি।[২] মানুষের মেজাজ বুঝানোর জন্য আরবিতে ব্যবহার করা হয় আখলাক (اخلاق) শব্দটি।[৩] মুহাম্মদ আমিনুল হক আরবি প্রতিশব্দ অভিধানে আখলাকের কয়েকটি প্রতিশব্দ তুলে ধরেন, خلق،طبيعة، فترة،خلقة، مشرب، خلة،عريكة 'অভ্যাস, বৈশিষ্ট্য, স্বভাব।'[৪] আল-কুরআনে শব্দটির একাধিক প্রয়োগ রয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।'[৫]

মহান আল্লাহ আরও বলেন, إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ 'এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ কিছু নয়।'[৬] হাদীসেও আখলাক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।"[৭]

নৈতিকতার অপর একটি আরবী প্রতিশব্দ হলো أدب (আদাব)। এর অর্থ হলো ভদ্রতা, শিষ্টাচার, শিক্ষা ও নৈতিকতা।[৮] সমাজে আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে যাদেরকে বিবেচনা করা হয় তাদের প্রশংসনীয় আচার-আচরণ থেকে গৃহীত অভ্যাস, শিষ্টাচার, আচার অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি, ব্যবহারের ধরন বা ভঙ্গিকে নিজের চরিত্রে ধারণ করাকে আদাব বলে।[৯] নৈতিকতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Ethics. এ শব্দটি গ্রিক শব্দ Ethica থেকে উদ্ভূত যা Ethos শব্দের পরিবর্তিত রূপ। এর অর্থ আচার, নৈতিক সভ্যতা ও রীতি-নীতি অভ্যাস। গ্রিকগণ Ethos শব্দটির দ্বারা আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ও অভ্যাস নির্দেশ করতো। পরবর্তীতে শব্দটি ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করে।[১০] Ethics শব্দটি দ্বারা নীতিশাস্ত্রকেও নির্দেশ করা হয়।[১১]

মুসলিম পণ্ডিতগণ নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে বেশ কিছু অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. ইমাম কুরতুবী খুলুক (خلق) শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো, ধর্ম, নৈতিকতা, চরিত্র, আদর্শ, নীতি, শিষ্টাচার, স্বভাব ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন, আখলাক মানুষের এমন চরিত্র বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য যা সকলের মধ্যে বিদ্যমান।[১২]

২. হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেন, নৈতিকতা হলো অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং নিজেকে নিজের শত্রু মনে করা। অর্থাৎ মানুষের অভ্যন্তরীণ সকল সদগুণের সমষ্টি হলো নৈতিকতা।[১৩]

৩. ইমাম গাযালী (রহ.)-এ সম্পর্কে বলেন, খুলুক (خلق) শব্দের অর্থ হলো নৈতিকতা (Morality)। তিনি মনে করেন নৈতিকতা মানুষের অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক অবস্থার নাম এবং এ নীতি-নৈতিকতার আলোচনা গ্রিক দার্শনিকদের একক কোন আবিষ্কার নয়, এ সকল দার্শনিকগণ আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন থেকে এ আলোচনা ধার করেছেন। তিনি আরও বলেন, নৈতিকতা বা সচ্চরিত্র বলতে বুঝায় মানব মনে গচ্ছিত ঐ অবস্থাকে যা থেকে অনায়াসে কোন কর্ম সম্পাদিত হয়।[১৪]

আখলাক বুঝানোর জন্য ইংরাজিতে যে শব্দটি অধিক ব্যবহার হয় তাহলো Character (ক্যারেক্টার)। 'ওয়েবস্টার' ডিকশনারির বর্ণনানুযায়ী একটি স্বভাব বা স্বভাবের উপাদানকে বুঝায়। তবে মানবীয় গুণাবলীরও অর্থ প্রদান করে যেমন স্বভাব চরিত্র, চরিত্রের ধরন, বোধ, ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা, আত্মবিশ্বাস, সুনাম ও সুখ্যাতি। আখলাক শব্দটিও এই সবই বুঝায়।[১৫]

**নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা**

নৈতিকতা বা নৈতিক চরিত্রের সার্বিক বিষয়ের নিগুঢ় তত্ত্ব অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করলে এর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপকতা ব্যক্তিগত থেকে পারিবারিক, সামাজিক থেকে রাজনৈতিক, দেশ থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুনিয়াবী বিষয়ের পাশাপাশি নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে ব্যক্তির পরকালীন বিশ্বাস। উত্তম ও নৈতিক চরিত্র ছাড়া ঈমানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও মূল্যহীন হয়ে যায়। এ জীবন শেষে অবশ্যই এক অবিনশ্বর জীবনের দিকে তাকে গমন করতে হবে। সে

জীবনের সুখ-শান্তি প্রকৃত সুখ-শান্তি। এ কারণে খোদাভীরু লোকেরা ইসলামী নীতি-নৈতিকতার আদলে নিজের জীবন পরিচালনার চেষ্টা করে। এতে যদি দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তি আখিরাতের জীবনে সুখ-শান্তির পথে হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অবলীলায় তারা দুনিয়ার সুখ-শান্তি বর্জন করে। নৈতিক চরিত্র ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধমূল থাকার দরূণ সকল ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা এবং মিথ্যা আকীদাহ-বিশ্বাস তার অন্তর থেকে বিতাড়িত হয়। ফলে সৎ ও নেক জীবনযাপন করতে হলে ইসলামী আদর্শমূলক যে অর্ন্তদৃষ্টি প্রয়োজন তা অর্জন করতে হবে আর নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়ে তাকে। এ অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তি তার আচার-আচরণের ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ব্যক্তি নৈতিক চরিত্রের কল্যাণে সৎ ও নেক জীবনের পথ চিনে নিতে পারে যার দরূণ সে কদাচিৎ সৎ পথ থেকে পথভ্রষ্ট হলে ভালো-মন্দ ও তার প্রতিক্রিয়ার প্রতিফল অবলোকন করতে পারে। নৈতিক চরিত্র সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের ত্রুটি চিহ্নিত করে এগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করে। নৈতিকতা প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, আইনবিদ, ব্যবসায়ী, প্রশাসকসহ সর্বস্তরের মানুষের জন্য নৈতিকতার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাহলেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য মানবকল্যাণ ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার পথ প্রসারিত হবে। নৈতিক চরিত্র হলো ব্যক্তিগত জীবনে কল্যাণের সঠিক উৎস। সমাজে একজন ব্যক্তি মর্যাদাবান হয় নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে । হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ "আমাকে উত্তম নৈতিকতা সম্পন্ন করার জন্য পাঠানো হয়েছে।"[১৬]

আর রাসূল (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্যের একটি প্রধান কারণ হলো 'তাজকিয়াতুন নাফস' অর্থাৎ মানুষের মন-মগজ, চরিত্র ও কার্যাবলীকে নির্মল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ করে তোলা এবং সর্বপ্রকার ক্লেদ মলিনতা হতে মুক্ত করা। কেননা মানুষের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত ও প্রমাণিত হতে পারে উত্তম নৈতিক চরিত্রের বদৌলতে। স্বয়ং রাসূল (সা.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ 'আমি নৈতিক গুণাবলী পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছি।'[১৭]

রাসূল সা. এর মূল হাতিয়ারই ছিল উত্তম চরিত্র বা নৈতিক গুণাবলী। এ কারণে তিনি ছিলেন ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানব।[১৮] ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে *উসওয়াতুন হাসানাহ* হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূল (সা.) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[১৯]

**যুবসমাজের নৈতিক চরিত্র অধঃপতনের কারণসমূহ**

যুবসমাজ হচ্ছে একটি দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ। যে যুবক নিজের নৈতিক মুল্যবোধের শান শওকত দিয়ে নিজেকে ও সমাজকে রাঙ্গাবার কথা ছিল কিন্তু আজ সেই যুবক নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে দেশ ও জাতিকে করেছে দিশেহারা। নানা দিক থেকে যুবকদের নৈতিক চরিত্রে আঘাত এসেছে। এর মধে প্রকট আকার ধারণ করেছে, পারিবারিক প্রভাব, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক কারণ, অর্থনৈতিক কারণ, অসৎ সঙ্গ, মদকাসক্তি, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই পরিবেশে একসাথে চলতে গিয়ে একজন যুবক খুব সহজেই অন্য একজনের দ্বারা প্রভাবিত হয় । তাই তো লক্ষণীয় যে, অসৎসঙ্গে পড়ে কেউ কেউ তার নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দেয়। ফলে যুবকের বিবেক ও মূল্যবোধের এক সাথে মৃত্যু হয়। অনুপস্থিত হয় যুবসমাজ থেকে নৈতিকতা। ইসলামিক স্কলার ডা. রাগিব সারজানি বলেন, মানুষের বিবেক ও মূল্যবোধের জাগরণকেই নৈতিকতা বলে।[২০] কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত আধুনিকতার প্রভাবে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকট থেকে প্রকটতর আকার ধারণ করেছে। আর তা ঘটেছে শহর থেকে নগর ও গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পর্যন্ত। যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র বা মূল্যবোধের অভাবে সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অন্যায় ও অপরাধের সিংহ ভাগ সংগটিত হচ্ছে যুবক দ্বারা। যুবসমাজের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নে উল্লেখিত হলো।

**১. আর্থসামাজিক কারণ**

অর্থনৈতিক দুর্দশা যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন ত্বরান্বিত করে। সময়ের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে জীবনে হতাশা জাগে। অনেক যুবক দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী লাভ করেও উপযুক্ত কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। অপর দিকে যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতনে সামাজিক প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামাজিক রীতি-নীতির কুপ্রভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, সুযোগ-সুবিধার অভাব, অসম বণ্টন, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, ইত্যাদি যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজের প্রভাবশালীদের প্ররোচণায় যুবকরা সমাজ বিধ্বাংসী কাজে জড়িয়ে পড়ে। কোন কোন সময় প্রভাবশালীদের অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়ে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সন্ত্রাসের পথও বেছে নেয় । অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল এবং সামাজিক সুয়োগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যুবকরা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাবি, জুয়া ও দুর্নীতির মতো আর্থসামাজিক কেলেংকারির ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ে । কেন না অভাব এমন একটি বিষয় যা মানুষকে

অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। দারিদ্র যেমন ঈমানের জন্য হুমকি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও কোন অংশে কম হুমকি নয়। দারিদ্র এমন সব অনভিপ্রেত কাজ করতে প্ররোচিত করে যা নৈতিকতা পরিপন্থী। রাসূল (সা.) দুআ করতেন যে, اللهم أغنني من فقري الهم اقض عني الدين 'হে আল্লাহ আমাকে দারিদ্র থেকে প্রাচুর্য দান কর, আমার ঋণ প্ররিশোধ করে দাও।'[২১]

ইসলাম দারিদ্র বিমোচনের জন্য যাকাতের যে ৮টি ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করেছে তাতে গরিব ও মিসকিনকে দেয়ার নির্দেশ করেছে। إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ 'এ সাদাকাগুলো তো আসলে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য।'[২২] এবং অভাবীদের জন্য ধনীদের সম্পদে একটা অংশের ঘোষণাও কুরআনে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ 'তাদের সম্পদে অধিকার ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।'[২৩] সমাজে এই নীতি বাস্তবায়ন কম।

**২. পারিবারিক কারণ**

পরিবার হলো সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে পরিবারের সদস্যদের থেকে যুবকরা নৈতিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে পিতা-মাতার কারণে অনেক যুবক-যুবতী নষ্ট হয়। বর্তমানে দেখা যায় অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা নিজেরা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদিতে খুবই যত্নবান। কিন্তু তার যুবক ছেলে-মেয়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে কি না, তারা কোথায় রাত কাটায়, কখন বাড়ী ফিরে, সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে যাবে আর কোন অনুষ্ঠানে যেতে হবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখন যায় আসে সেগুলোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখে না। সন্তানকে ছোট অবস্থায় শাসন করতে বললে তারা বলে, বড় হলে ভাল হয়ে যাবে। আবার বড় হলে বলে, তারা আমাদের কথা মানে না, এখন তাদের সাথে পারি না ইত্যাদি। এসব কারণে যুবকরা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হচ্ছে। আবার পিতা নেশাগ্রস্ত হলে স্বভাবতই সন্তানের মধ্যে তার প্রভাব পড়ে থাকে। অনুরূপভাবে বড় ভাই-বোন দুশ্চরিত্রের হলে তার ছোটরা অনৈতিক পথের দিকে পা বাড়াবে এমনটাই স্বাভাবিক। পারিবারিক বেশ কিছু কারণের মধ্যে নিম্নের তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

**ক. সন্তানকে পিতা-মাতার সময় কমদান:** পিতা-মাতার চারিপাশ হচ্ছে সন্তানের বেড়ে ওঠার প্রাসাদ। এই আশ্রয় স্থানেই শিশুরা অতিবাহিত করে তার অনুসরণের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই প্রাসাদেই তারা প্রথম কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে। এখান থেকে শিশু সন্তানদের মেজাজ-তারবিয়াত, মানসিকতা, ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মাধুর্য, সুহৃদয়বান, সমাজের নীতি অনুসরণের অনুরাগসহ সবকিছু প্রশিক্ষিত হয়। ফলে পিতা-মাতার উপরে দায়িত্ব এবং কর্তব্য হয়ে পড়ে সকল বিষয়ে যত্নসহকারে গড়ে তোলা। এ সুকোমল সজীব সন্তানদের সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিয়ে তাদেরকে দৈহিক-আত্মিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুচারুরূপে সক্ষম মানুষে পরিণত করতে হবে। এজন্য পিতা-মাতাদের দিতে হবে সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় এবং তাদের মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে সঠিক দিক-নির্দেশনা। কিন্তু পশ্চিমা দেশের প্রভাবের ফলে সন্তানদের গড়ে তোলায় অমনোযোগিতা প্রদর্শন করছে। পিতা-মাতা পর্যাপ্ত সময় না দেয়ায় শিশু একাকীত্ব নিয়ে বেড়ে উঠছে। ফলে সন্তানেরা এ সময় অপরাধ প্রবণ সঙ্গীদের সাথে ব্যয় করছে। একদিন এসব অযত্নবান সন্তানরা পরিবার ও সমাজে ক্ষতিকর মানুষে পরিণত হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ

'হে সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা।'[২৪] এরাতো পরকালে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আজও যদি পিতা মাতা সন্তানকে সঠিক পথের দিশা না দেয়। যার ফলে সন্তান সত্য-সুন্দর আলোকিত পথের সন্ধান না পায় তবে এ দুনিয়াতেও সে সন্তান শত্রু হবে। যেমন, আপন সন্তান ঐশী তার পিতা-মাতাকে নিজ হাতে হত্যা করেছে।[২৫] কথা ছিল একজন মুসলিম পিতা-মাতা তার সন্তানের অন্যতম মনস্তাত্বিক ডাক্তার হবেন। পিতা-মাতা জানবেন কিভাবে তার সন্তানের হৃদয়ে প্রবেশ করা যায়। তারা বুঝবেন, কিভাবে সন্তানের অন্তরে রোপন করা যায় চরিত্রের সুমহান বীজ।

**খ. পারিবারিক ভাঙ্গন ও নিঃসঙ্গতা:** যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের আরো একটি অন্যতম কারণ পারিবারিক নিঃসঙ্গতা ও ভাঙ্গন। পরিবারের পারিবারিক সোহার্দ্য ও ভালোবাসা প্রেম-প্রীতি এর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বড় হওয়ার কথা যুবকদের। কিন্তু বিপরীতে পরিবারে পিতা-মাতার নিঃসঙ্গতা ও স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বিবাদ এগুলো সন্তানের উপর প্রভাব পড়ে। এসব কষ্ট ও বেদনা থেকে দূরে থাকার জন্য অনেক যুবক নেশাকে তার সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে। তখন সে যুবক একটা পর্যায়ে গিয়ে নানান অন্যায়-অপকর্মের সাথে যুক্ত হয়। ফলে যুবক তার জীবনের উদ্দেশ্য ও গতিহীন পথ দিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যায়ে হতাশা ঘিরে বসে তাকে। সান্তনা হিসেবে পাশে থাকার কথা ছিল পিতা-মাতার কিন্তু পিতা-মাতা অনেক ক্ষেত্রে সন্তানকে কম সময় দেওয়ার কারণে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পারিবারিক ভাঙ্গনের সাথে যুবসমাজের অধঃপতনের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ২০১৮ থেকে ২০২১ সালে পারিবারিক ভাঙ্গন বেড়েছে ১৭ শতাংশ। যার প্রভাব যুবকদের উপরে পড়েছে।[২৬]

**গ. সন্তানকে দুনিয়াবী বা পার্থিব উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করানো:** তিক্ত হলেও সত্য বর্তমানে যুব সমাজ যে জ্ঞান অর্জন বা শিক্ষা গ্রহণ করছে, তাও দুনিয়াবি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই করছে। মানবতার কল্যাণ সাধন করার মত জ্ঞান তাদের পাঠ্য তালিকাতে অনুপস্থিত। অন্যদের অনুকরণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও সেভাবেই সাজানো হয়েছে। ফলে যুবকের আল্লাহর সাথে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, যা মানবতার জন্য বড় ধরনের শূণ্যতা এবং সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, নৈতিকতার জ্ঞান দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই লক্ষ্য হওয়ার কথা। সে জ্ঞানকেও পার্থিব উদ্দেশ্যে অর্জন করা হচ্ছে অথবা দুনিয়াতে সু-খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে অর্জন করা হচ্ছে। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি এমন ইলম যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হয় তা পার্থিব কোনো সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে শিখে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[২৭]

### ৩. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক প্রভাব

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা একটি দেশে যদি বিদ্যমান থাকে তবে এসকল অস্থিরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতায় যুবকেরা অনায়াসেই জড়িয়ে পড়বে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যুবকদের দিয়ে নাশকতামূলক কার্যকলাপ সংগটিত করে থাকে। দুর্নীবাজ রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে অবৈধপথে অর্থ খরচ করে চাটুকার সন্ত্রাসী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলে। অথবা আন্তর্জাতিক প্রভাবের কারণে অনেক সময় যুবকেরা অর্থ লোভে নানান অসঙ্গতিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল তাদের নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য বা কোন দেশে আগ্রাসন চালিয়ে সে দেশের যুব সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে।

### ৪. প্রশাসনিক দুর্বলতা

প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে যুবসমাজ নৈতিক অধঃপতনের অতলগহবরে নিমজ্জিত হচ্ছে। অবৈধ অর্থ লেনদেন ও ন্যায়-নীতিহীন রাজনৈতিক নেতাদের চাপে পড়ে প্রশাসন ন্যায্য বিচার করেনা। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের ছায়া তলে বসে মদ, জুয়া, লটারী ইত্যাদির রমরমা ব্যবসা চলছে। এক শ্রেণীর যুবক অপরাধ করেও টাকার জোরে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের হাত করে বুক ফুলিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। ফলে যুবক অপরাধ সংগঠিত করতে প্রশাসন ও আইনের তোয়াক্কা করে না । ফলে দিন দিন অপরাধের সাথে যুবকেরা জড়িয়ে যাচ্ছে । এছাড়াও পুলিশের দুর্নীতি, দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব, সীমিত ক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রভৃতি কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া গোয়েন্দা সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবহিত হওয়ার পরেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সন্ত্রাস, দুর্নীতিসহ নানা অপরাধ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশাসনের দুর্বলতা ও অবহেলার সুযোগেই সন্ত্রাসীরা তাদের আসন গেড়ে বসেছে।[২৮]

### ৫. বেকারত্বের প্রভাব

বাংলাদেশের শ্রমশক্তি সম্পর্কিত জরিপ (২০০২-০৩ এবং ২০০৫-০৬) অনুসারে বেকার হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার বয়স ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি এবং যে সক্রিয়ভাবে কাজের সন্ধান করা বা কাজের জন্য তৈরি থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ করছে না।[২৯] বাংলাদেশে সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ হয়েছে ২০১৭ সালে। সেই জরিপ অনুযায়ী, দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ৬ কোটি ৩৫ লাখ। আর তাঁদের মধ্যে কাজ করেন ৬ কোটি ৮ লাখ নারী-পুরুষ। দুই সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ দিলেই পাওয়া যায় বেকারের সংখ্যা। আর সেটি হলো ২৭ লাখ। আর শতাংশ হিসাবে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ২ শতাংশ।[৩০] বাংলাদেশের বেকারত্বের হার সর্বকালের সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছেছে। ২০২২ এর নভেম্বর মাসে দেশের বেকারত্বের হার ৬.৯১ শতাংশে পৌঁছায়। ২০২১-২২ অর্থবছরের শেষ মাস জুলাইয়ে দেশের বেকারত্বের হার ছিল ৬.৪৭ শতাংশ। এরপর তা নভেম্বরে বেড়ে এ নতুন উচ্চতায় দাঁড়ায়। এর আগের দুই দশকে ৪.২ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশ বেকারত্বের হারের তুলনামূলক মৃদু পরিস্থিতির পর এমন বৃদ্ধি দেখা গেল।[৩১] অবসর সময়ে চিন্তার জগতে যে ভাবনাগুলো উদিত হয় তা অনেকাংশেই তুলনামূলক ভালোর চাইতে খারাপ বেশি। আর একদিকে বেকার অবস্থায় অবসর থাকা হয়, অন্যদিকে বেকারত্বের কারণে অর্থনৈতিক সংকট ব্যক্তি জীবনে প্রভাব পড়ে। ফলে অভাব অনেক সময় যুবকের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে।

### ৬. বিজাতীয় সংস্কৃতির মাত্রারিক্ত প্রভাব

বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন ও তার মাত্রা অতিরিক্ত অনুসরণ করার প্রবণতা যুবসমাজ ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুবকরা নিজেদের সংস্কৃতি ,তমদ্দুন ও ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির দ্বারস্থ হয়ে গেছে। পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ভারতীয় আকাশ সংস্কৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে বাংলার যুব সমাজ। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে যুবকরা

তাদের হাজার বছরের তমদ্দুন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একেবারে ভুলেই গেছে। বাংলার ও ইসলামের হাজার বছরের স্মরণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিহার করে চোখ ধাঁধানো সাময়িক চোখ ঝলকানো অপসংস্কৃতির বেড়াজালে আটকা পড়েছে যুবসমাজ। যে সংস্কৃতি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না সে সংস্কৃতি নষ্ট ও নোংরা অপসংস্কৃতিতে সয়লাব হয়ে যায়। ফলে পশ্চিমা জগৎ ও ভারতের আকাশ সংস্কৃতি যা রপ্তানি করছে তাতে অশ্লীল কথা মালা দিয়ে গান বাজনা ও নৃত্য অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের চোখ ধাঁধানো পোশাক যা যুবকদের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

একজন মুসলমানের ধারণা হয়েছে যে, পশ্চিমা সংস্কৃতি ছাড়া সমাজে নিজেকে অভিজাত বা আধুনিক হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না । ফলে একজন যুবক দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং হাজার বছরের ইসলামী সভ্যতার তাহজিব-তমদ্দুন ভুলে গিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির চোখ ধাঁধানো মরীচিকার পিছনে ছুটছে। ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে মানব সভ্যতার সামাজিক শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ। তাই কোন মুসলিম অন্যকোন বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ করতে পারে না। সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ – وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ

"আর যালিমদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।"[৩২]

একটি জাতির আসল পরিচয় বহন করে তার সংস্কৃতির ওপর। যে জাতির সংস্কৃতি যত সমৃদ্ধ, সে জাতি তত বেশি উন্নত। পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি মানবতার জন্য অনিবার্য ধ্বংস ও নিশ্চিত অশান্তি। সে দেশগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায় মানবতা কত অসহায় ও নারীরা কত নির্যাতিত-নিষ্পেষিত। একজন নবজাতক শিশু জানে না তার বাবা-মায়ের পরিচয়। একজন বৃদ্ধ বাবা-মা বার্ধক্যে খুজে পায় না তার সন্তানদেরকে। আত্মীয়তার পরিচয়হীন একটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে সে সংস্কৃতিতে। ধীরে ধীরে সেই প্রভাব বাংলাদেশের যুবকদের উপর শুরু হয়েছে। রাসূল (সা.) বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করা এতটাই অপছন্দ করতেন যে, তিনি এ সম্পর্কে বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রিষ্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" [৩৩]

এরপরও কোন মুসলিম যদি বিজাতীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবন পরিচালনা করে। প্রিয়নবী (সা.) বলেন, من تشَبَّه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم "যে ব্যক্তি যে জাতীকে অনুসরণ করবে, সেই ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে"।[৩৪]

অশ্লীল গান-বাদ্য, ঝুমুর-ঝংকার নাচ ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন ইত্যাদি উল্লেখিত সমস্ত কাজ অবৈধ এবং পবিত্র কুরআন-হাদিসে এ থেকে বেঁচে থাকতেও বলা হয়েছে।[৩৫] ফলে যুবসমাজ সেই অশ্লীল অপসংস্কৃতির সাথে নিজেকে বিলীন করে ক্ষণিকের আনন্দ পাচ্ছে বটে কিন্তু তার বিনিময়ে ধ্বংস করছে যুবক তার ঈমান-আকিদা, সুস্থ সংস্কৃতি, ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ এবং সলিল-সমাধি করছে তার অমূল্য সম্পদ নৈতিক চরিত্রের।

### ৭. দ্বিমুখি শিক্ষা ব্যবস্থা

মানব জাতীকে কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। সৃষ্টির অন্য প্রাণিকুলের শিক্ষা অর্জনের কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ তার ব্যতিক্রম। শিশু-কিশোর ও তারুণ্য বয়সে নতুন শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকে মানুষের। তবে এ শিক্ষা পদ্ধতি যত নিখুঁত ও পরিকল্পিত হবে যুবকরা তত উপকৃত হবে। ভিত্তির উপর নির্ভর করে বিল্ডিংটি কতটা মজবুত। তেমনিভাবে একটি জাতী তার যুবসমাজের নৈতিক চরিত্রের ইমারাত কত মজবুত করতে চায় তা নির্ধারণ করবে শিক্ষার মাধ্যমে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দুইটি ধারা বিদ্যমান। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও জেনারেল শিক্ষা পদ্ধতি অথচ শিক্ষার সহজ ও সাধারণ সংজ্ঞার দিকে লক্ষ্য রাখলে তার বিপরীত পাওয়া যায়। শিক্ষার জন্য এমন একটা ব্যবস্থা থাকবে যাতে প্রয়োজনীয় দিক বিদ্যমান থাকবে।"প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ব্যবস্থার নাম শিক্ষা"।[৩৬] কিন্তু বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে নৈতিক শিক্ষা যুক্ত থাকলেও তা পরিপূর্ণ নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে চরিত্র গঠন, পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং ভালো দেহ ভালো মন গড়ে তোলা। যাতে একজন যুবক ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা এবং আলো ও অন্ধকার অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি তা পূর্ণ করতে পারে না। আবার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা বিস্তারিত বিদ্যমান থাকলেও জাগতিক জ্ঞান এর অভাব রয়েছে। যুগের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দিক সামনে রেখে শিক্ষা শিশুর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটাতে পারছে না।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যুব সমাজের নৈতিক পতনের আরও একটি কারণ সহশিক্ষা। এর ফলে অল্প বয়সে জীবনের গুরুত্ব অনুধাবন করার আগেই অতি সহজে একজন যুবক-যুবতী অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। আল কুরআন এ দিকে সর্তকতা দিয়ে অবাদ মেলামেশা নিষেধ করেছে –وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا "যিনার কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।"[৩৭]

ব্যক্তির জন্য এ হুকুমের মানে হচ্ছে, সে নিছক যিনার কাজ থেকে দূরে থেকেই ক্ষান্ত হবে না বরং এ পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকেও দূরে থাকবে।

**৮. মাদকাসক্তি**

সমসাময়িক সময়ে যুবকদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের যে কারণ রয়েছে তার মধ্যে নেশা বা মাদক অন্যতম। মাদকের বিষাক্ত ছোবল ধ্বংস করে দিচ্ছে একটি জাতি ও দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সম্পদ যুবকদের। নেশার প্রভাবে প্রতিনিয়ত যুবকদের মাঝে নানা অন্যায়, পাপাচার ও বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলছে। বর্তমানে পৃথিবীতে পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে নেশাজাতীয় পণ্য ও মাদকদ্রব্য। পরিকল্পিতভাবে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি যুবকদের উপর ফেলা হচ্ছে। ফলে হাজারো যুবকের স্বাপ্নিক আগামী নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । হতাশার কালো অধ্যায় ঘিরে ধরছে তরুণদের। মাদকদ্রব্য গ্রহণের কারণে ব্যক্তি অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে অনবরত। মদপান সকল অন্যায় ও অনৈতিক কাজ এর মূল। হাদিসে এসেছে, আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রিয় নবী (সা.) এ মর্মে অসিয়ত করেন: لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ "(কখনো) তুমি মদ পান করো না। কারণ, তা সকল অকল্যাণ ও অঘটনের চাবিকাঠি"।[৩৮]

যেহেতু মদপান সকল অকল্যাণ ও নৈতিক পতনের হাতিয়ার, সেহেতু ইসলামে হারাম করা হয়েছে। যে বস্তু সেবন করলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এবং নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে বসে সে নেশার ওপর ইসলাম পূর্ণ নিষেধ করেছে। কেননা মাদক দ্রব্য হলো এমন রাসায়নিক দ্রব্য যা গ্রহণ করলে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক ও মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব পড়ে। যার মধ্য দিয়ে প্রবল আসক্তি, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মেজাজের পরিবর্তন, আচ্ছন্নতা, রক্তচাপের পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। বর্তমানে যুবকেরা এই সব রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত।

**৯. যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা**

যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। নারী এবং পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে ইসলাম যে সীমাবদ্ধতা দান করেছে তার ন্যূনতম বর্তমান সমাজে লক্ষ্য করা যায় না। অল্প বয়সেই যুবক-যুবতীদের একসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ, সামাজিক অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের অবাধে মেলামেশার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা, বিজাতীয় সংস্কৃতি উদযাপনের নামে একসঙ্গে রাত্রি অতিবাহিত করা, কর্মসংস্থান ও পরিবহন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে অবাধে মেলামেশা যুবকের নৈতিক মানকে করেছে মারাত্মক ভাবে নিম্ন গামী। যার ফলে চলমান বাসে কিংবা কর্মসংস্থানে অনৈতিক কর্মকান্ডের ছড়াছড়ি প্রবল আকার ধারণ করেছে। আর এ অবস্থায় নারীদের নগ্ন পোষাক ও যুবকদের নির্লজুলতা বিস্তার লাভ করেছে। লজ্জা ও ঈমান একটি অপরটির পরিপূরক। যখন একটি বিলুপ্ত হবে, তখন অন্যটি এমনিতেই চলে যাবে। ঈমান ও লজ্জা উভয়টি মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে এবং খারাপ কর্ম হতে দূরে সরায়। লজ্জা যুবক-যুবতীদের চরিত্র সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। কিন্তু অবাধ মিলামেশার ফলে অনেকাংশে লজ্জা লোপ পাচ্ছে। লক্ষণীয় যে, যখন মানুষের মধ্যে উদাসীনতা, অশ্লীলতা ও নোংরামি দেখা যাবে, তখন বুঝতে হবে যে মানুষের মধ্যে লজ্জাহীনতা বেড়ে গেছে। রাসূল ( সা.) বলেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ "পূর্বের যুগের নবীদের অবশিষ্ট কথা যা পরবর্তী যুগের উম্মতরা পেয়েছে, তা হল, যখন তুমি লজ্জা করবে না, তখন তুমি যা চাও তাই কর।"[৩৯]

**১০. অসৎ সঙ্গের মারাত্মক প্রভাব**

মানুষ সামাজিক জীব। প্রয়োজনে একে অপরের সাথে মিশতে হয়। আর বিশেষ করে যুবসমাজ সঙ্গীদের সাথে মিশতে ও সময় অতিবাহিত করতে পছন্দ করে। বর্তমান সময়ে যুবকদের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ সঙ্গী নির্বাচনে ভুল করা। অসৎ সঙ্গ আস্তে আস্তে করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুবককে জড়িত করে। বর্তমানে কিশোর গ্যাং, টিক টক তৈরি, অনলাইনে গেমস এর মাধ্যমে অসৎ বন্ধুর সাথে খুব সহজ ও দ্রুত যোগাযোগ হচ্ছে। অসৎ সঙ্গীর ফলে একজন সৎ, সাহসী, উদ্যমী ও সৃজনশীল যুবকও নির্জীব, ভীরু, অলস ও উদ্যমহীন হয়ে যায়। কেননা, ভাল লোকের সাথে চললে কিছু না কিছু উপকার হবেই। আবার খারাপ লোকের সাথে চললে কিছু না কিছু ক্ষতি হবেই। রাসূল (স.) এক হাদিসে এর একটি সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি (স.) বলেন- "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল আতরওয়ালা এবং হাফরে ফুকদানকারীর (কামারের) মত। আতরওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা তার নিকট থেকে তুমি এমনিতেই সুগন্ধি লাভ করবে। অপরপক্ষে কামারের ভাট্টি তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা তার থেকে তুমি দুর্গন্ধ লাভ করবে।"[৪০] আর বন্ধুর দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয় । এ জন্য বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالِل 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপরে হয়, অতঃপর তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত কাকে বন্ধু বানাবে'।[৪১]

### ১১. বস্তুবাদের প্রতি আকর্ষণ

যুব সমাজের ধ্যান-ধারণায় ও চিন্তা-চেতনায় বস্তুবাদিতার প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাও দাও ফূর্তি কর দুনিয়াটা মস্ত বড়। দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের সকল হিসাব পরকালে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জবাব দিতে হবে এমন অনুভূতি যুবসমাজে লোপ পেয়েছে। দর্শনের সবচেয়ে প্রাথমিক মতবাদগুলোর একটি হল বস্তুবাদ। আমাদের চারপাশের জগতের যেসব অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করি কিন্তু বস্তুবাদ অনুযায়ী তারা যেকোন প্রকার চেতনা নিরপেক্ষ।" বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাবলী একটি আকর্ষণীয় ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র। এর পিছনে কোন প্রজ্ঞা সদিচ্ছা ও মহান উদ্দেশ্য কার্যকরী নেই। এমনি ভাবে তৈরি হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিন হঠাৎ কোনো কার্যকারিতা ছাড়াই শেষ হয়ে যাবে। এর উপরে কোন কথা নেই আর যদি থেকেও থাকে তাহলে মানুষের জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই মানুষ এক ধরনের পশু অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সম্ভবত ঘটনাক্রমে এখানে তার উদ্ভব হয়েছে তাকে কে সৃষ্টি করলো এবং কেন সৃষ্টি করে এগুলো প্রশ্ন তাদের নিকট অপ্রাসঙ্গিক।"[৪২] ফলে এই ধরনের বস্তুবাদের ধারণা যখন যুবকের কাছে উপস্থিত হয় তখন তার কাছে নৈতিক মূল্যবোধ শূণ্যের কোঠায়।

### ১২. মানব রচিত মতবাদের অনুসরণ

বিভিন্ন সময় মানব রচিত যে মতামত তৈরি হয়েছে । যুব সমাজের মধ্যে তা অনুসরণ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ফলে যুবসমাজ তার নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণের উপকরণ গ্রহণ করতে পারে না। কেননা মানবীয় বিধান সমূহ নিজেদের স্বার্থদুষ্ট লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে, যা অনেক সময় সামাজিক অশান্তি ও সমাজ ধ্বংসের কারণ হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধান সর্বদা অন্যায়ের প্রতিরোধ করে এবং ন্যায়পরায়ণ লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। যা যুব সমাজের চরিত্র উন্নয়নে আবশ্যক ও সহায়ক হয়। মানব রচিত আইনের নীতিমালা সমসাময়িক সমাজের প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। এই আইন সমাজের প্রয়োজনের অনুবর্তী ও বশবর্তী হয়। মানব রচিত আইনের বাহ্যিক-প্রকাশ্য অপরাধের শুধু শাস্তি থাকে। কিন্তু ইসলামী বিধানের প্রতি বিশ্বাসীদের গোপন ও প্রকাশ্য অপরাধেরও জবাবদিহির অনুভূতি থাকে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান এর ব্যতিক্রমকারীকে জুলুমবাজ আখ্যায়িত করেছেন। وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা জালেম।"[৪৩]

### ১৩. অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির নগ্নতা

তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের নব ও নতুন এক সমৃদ্ধশালী আবিষ্কার। যার ব্যবহার সঠিকভাবে করলে দেশ, জাতি ও সমাজ দারুণভাবে উপকৃত হবে। তবে এ তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার যুবসমাজের অধঃপতনের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য মাধ্যম যা যুব সমাজের ধ্বংসের কারণ তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

**ক. স্যাটেলাইট টিভি: "**টিভির যৌন বিষয়ক প্রোগ্রাম শিশু ও যুবকদের উপরে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বর্তমান টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। সাথে সাথে মা-বাবাকেও শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীদের শাসনে রাখতে হবে যেন তারা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যেতে না পারে। পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাহায্যে চালাচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এ আগ্রাসনকে শক্তিশালী করার জন্য তারা এ সবের উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখে এর বেপরোয়া ব্যবহার করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে এদেরই একজন অন্যতম সমাজ বিজ্ঞানী Michael Kunezik বলেন, Cultural imperialism through communication is a vital Process for Securing and maintaining economic domination and political hegemoni over others (Television is the Third World) অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন ও তা বহাল রাখার জন্য যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া'। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিশ এন্টিনার সাহায্যে পাশ্চাত্যের ধর্ম বিমুখ আল্লাহদ্রোহী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবাদী জীবনের সকল অনুসঙ্গই আজ মুসলমানদের অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছে।"[৪৪]

**খ. মোবাইল ফোন:** তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার যদি আমরা না করতে পারি তাহলে এই প্রযুক্তি আমাদের কল্যাণের বিনিময়ে অকল্যাণ সৃষ্টি করবে। মোবাইলের অধিক ক্ষেত্রেই যুবসমাজ অপব্যবহার করছে। নগ্ন, বেহায়াপনা, অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ ভিডিও ও অডিও দেখা ও শ্রবণ করা। কম্পিউটারে বা মোবাইলে গেম নামক যে ধ্বংসের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে তা যুব সমাজের নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের সলিল-সমাধি করতে বসেছে।

**গ. ফেসবুক:** অশ্লীল গান-বাদ্য ও অপসাংস্কৃতির নানান আয়োজন ফেসবুকে অনবরত পাওয়া যায়। এটা ব্যতীত টিভি-সিনেমা, ফেসবুক-ইন্টারনেট, ইউটিউব ও ডিস এন্টেনা ইত্যাদিতে বেশিরভাগ সময় নানা প্রকার অনর্থক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অথচ পবিত্র কুরআন-হাদিসে এ থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি ফেসবুক ব্যবহারকারী তরুণদের উপর গবেষণা জরিপ চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ ২১ টি ক্ষতি যুব সমাজের ফেসবুক করে থাকে। ২০১৭ সালে তরুণদের ওপর পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী শুধু চ্যাটিংয়ের জন্য গড়ে প্রতিদিন ৮০ মিনিট করে ব্যয় করেন বাংলাদেশের তরুণেরা।[৪৫]

**নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন রোধের উপায়**

এ সম্পদ যতদিন সুরক্ষিত ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের সিন্দুকে আবদ্ধ থাকবে ততদিন দেশ ও জাতি সুখ সমৃদ্ধি লাভ করবে। একটি সুখী সমৃদ্ধ মানব সমাজ গঠনে একজন যুবকের নৈতিক চরিত্র হলো মূল হাতিয়ার। যুবকদের এই নৈতিক চরিত্র বিলীন হলে সমাজ অশান্তিতে ভরে যায়। যুবকদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন রোধে উপরোক্ত কারণগুলোর সমাধানের পাশাপাশি পারিবারিক উদ্যোগ, চরিত্র রক্ষায় সামাজিক পরিবেশ তৈরি, রাষ্ট্রীয় আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন এবং সামষ্টিক প্রচেষ্টার দাবিরাখে। নিম্নে নৈতিক চরিত্র অধঃপতন রোধের উপায়সমূহ উল্লেখিত হলো.

**১. নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা**

বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে বাস্তব ও নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে। শিক্ষা পদ্ধতিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তাতে দ্বীনি শিক্ষা ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলেই, যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন রোধ করা সম্ভব। এমন এক শিক্ষা পদ্ধতি থাকবে, যেখানে যুবক তার ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা, পরস্পর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব, বিশ্বাসের দিক থেকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি পূর্ণ আস্থা, ইসলাম পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার এবং লেন- দেন ইত্যাদিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা বর্তমানে সময়ের অন্যতম দাবী। এর পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে মানুষ নিজের অস্তিত্বের মূলরূপ সম্পর্কে অবগত হয়। মানুষ স্রষ্টাকে চিনতে পারে, সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারে। তার চরিত্র কিরূপ সুন্দর ও সুচারুরূপে গড়ে তুলবে তা বুঝতে পারে। চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামী শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর নির্দেশনা রয়েছে। কুরআন মাজীদের প্রথম অবতীর্ণ আয়াতের দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ সূরাহ আল-আলাক্বে বলেন,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ – خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ – اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ – الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ – عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ –

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' (মাটি) থেকে, পড়ো আর তোমার প্রভু অতিশয় মহিমান্বিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"[৪৬]

জ্ঞানার্জন তথা ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 'বলুন যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান হতে পারে।'[৪৭] অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি এবং মূর্খ ব্যক্তি তথা যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কখনোই সমান হতে পারে না। রাসূল (সা.) জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলমানের উপর ফরয।'[৪৮] অতএব, আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের (স.) নির্দেশনা সুস্পষ্ট।

**ক. সহ-শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৃথক করা:** নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই ছেলে-মেয়ে ও যুবক-যুবতীদের একই প্রতিষ্ঠানে পাশাপাশি বসে লেখা-পড়া করার কারণে তারা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে। এতে তাদের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। কেননা, বারুদের নিকট আগুন রাখা হলে বিস্ফোরণ হওয়াটা স্বাভাবিক । নারীর প্রতি অনাকাংখিত আকর্ষণ পুরুষকে অনেক ক্ষেত্রে অন্ধ ও বধির করে তোলে। তা ছাড়া নারীর মাঝে রয়েছে মনোরম, কমনীয়তা, মহনীয়টা এবং চপলতা। সর্বদা শয়তান তো মানুষকে অসৎ কাজে ফাঁসিয়ে দিয়ে সাময়িক আনন্দ বোধ করে থাকে। তাই যুবসমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষায় সহ-শিক্ষা ব্যবস্থাকে মার্জিত ও শালিন করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা। এজন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ অসম্ভব হ'লে একই প্রতিষ্ঠানে পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

**খ. শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো:** যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন প্রতিরোধে ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুনের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সকল শিক্ষা পদ্ধতি ও সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা । দেশে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে একক ও পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা পূর্ণ এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। উল্লেখ্য যে, নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হলো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সাথে যদি ইসলামী জ্ঞানের আলো না থাকে, তাহলে যে কোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। যা বর্তমানে লক্ষণীয়।

**২. পরকালীন চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি**

রাসূল (সা.) অন্যায় ও ধ্বংস স্তুপ থেকে একদল যুবককে দিয়ে অর্ধ দুনিয়াকে ইনসাফের ভিত্তিতে রাঙ্গাবার উপযোগী করেছিলেন। আজও যুবকদের মধ্যে পরকালীন জীবনের অস্তিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করতে হবে। কেননা

পার্থিব জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর রয়েছে চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন। যুবকরা অনুধাবন করবে এ জীবন শেষ নয় এর পরে অনন্তকালে এক সুখময় বা দূর্বিসহ জীবন আছে। সে জীবনের তুলনায় এ জীবন অত্যন্ত অল্প ও তুচ্ছ। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ, "এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানত।" [৪৯] তিনি আরো বলেন, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا "যেদিন তারা একে (ক্বিয়ামতকে) দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।" [৫০] রাসূল (সা.) বলেন, وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ 'আল্লাহর কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হলো, তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল।"[৫১] পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে যুবক ব্যক্তি, দেশ ও সমাজ জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে।

### ৩. যুবকদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা

যুবকদের হৃদয় মাঝে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব, স্থায়িত্ব এবং ক্ষমতা কত বড় তা প্রবেশ করাতে হবে। তাঁর রুবুবিয়াত ও একত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। ফলে অনুধাবন করতে পারবে তার প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য বা গোপনে অথবা লোক চোখের আড়ালে যা কিছু করে তার সবকিছুই আল্লাহ দেখেন। ফলে তৈরি হবে এক ধরনের আল্লাহ ভীতি। বর্তমানে ঘুণে ধরা যুবসমাজকে পাপাচার, মন্দকাজ ও নৈতিক অধঃপতন থেকে উত্তরণের সর্বোত্তম পথ হচ্ছে তাদের মধ্যে তাক্বওয়া বা এই আল্লাহভীরুতা সৃষ্টি করা। আল্লাহ তাআলা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 'এখন তোমরা জেনে ফেলেছো, সে আসলে শয়তান ছিল, তার বন্ধুদের অনর্থক ভয় দেখাচ্ছিলো। কাজেই আগামীতে তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা যথার্থ ঈমানদার হয়ে থাকো।'[৫২]

তাক্বওয়াবান যুবকের বিশ্বাস তৈরি হয় যে আমার কথাবার্তা ও কর্মকান্ড আল্লাহপাক দেখছেন এবং ফিরিশতাগণ তা লিপিবদ্ধ করছেন। এর জন্য একদিন অবশ্যই আমাকে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হবে। যখন সে বুঝবে যে, কবরের আযাব, হাশরের ময়দান এবং জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ, তখনই সে তার যাবতীয় উদ্যম, জোশ, বল-শক্তি, উদ্দীপনা ও চিন্তা-চেতনাকে সুসংহত রাখবে এবং অসৎ পথ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকবে। যা দুনিয়াবী কোন আইনের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তারা ভুল করে কোন অন্যায় পথে পা বাড়ায় তাহলে তাক্বওয়ার বলেই তওবা করে নিজের পাপ কাজ অকপটে স্বীকার করে দুনিয়াবী যেকোন শাস্তিকে হাসিমুখে বরণ করে নেবে। এর বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই সাহাবীদের জীবনে। তাই যুবসমাজের মাঝে তাক্বওয়া পরিলক্ষিত হলে তারা তাদের নীতি-নৈতিকতা ধূলায় ধূসরিত হতে দিবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"।[৫৩]

### ৪. একনিষ্ঠতার সাথে দ্বীন পালন

যুব সমাজকে নৈতিকভাবে পবিত্র রাখতে হলে, একাগ্রচিত্তে পূর্ণ দ্বীনের অনুসরণ করতে হবে। দ্বীন হচ্ছে সকলের জন্য উপকারী "আদ্বীনুন নাসিহা"। অতীতে যুবকরা দ্বীন শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় সমাজেও কায়েম করেছে। হাজারো বিপদে অবিচল থেকেছে। তেমনি আসহাফের সে ঐতিহাসিক ঘটনা, এ ঘটনার মূলে রয়েছে কয়েকজন যুবক। ঈমানদার যুবকদের শিক্ষার নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা সুরাতুল কাহফে তাদের ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা তোমাকে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।' [৫৪] আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ নসিহা করেন,

وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে।"[৫৫]

### ৫. রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসরণ

যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের অন্যতম কারণ রয়েছে। এর অনুসরণ শুধু যুবসমাজকে ধ্বংস করতে পারে। তাই তরুণ বয়স থেকেই পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে রাসূল (সা) এর সিরাতের পাঠদান ও শিক্ষা প্রদান করতে হবে। কেননা রাসূল (সা.) ছিলেন উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ''তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"[৫৬]

তাই যুবসমাজকে অবশ্যই মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শে জীবন গঠন করতে হবে। তবেই সে নৈতিক অধঃপতনের পথ থেকে মুক্তি পাবে এবং উভয় জীবনে সফলতা লাভ করবে। রাসূল (সা.)-এর চরিত্রকে আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য রাসূল (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ"।[৫৭]

### ৬. কুরআন অধ্যয়ন

কুরআন তিলাওয়াত হলো আল্লাহর সর্বোত্তম স্মরণ। যুবকের সকাল-সন্ধ্যা অথবা সর্বদা কুরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যম ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পায়।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।"[৫৮] আলোচ্য আয়াত থেকে অনুমেয় যে, কুরআন তিলাওয়াতে বিশ্বাসীদের অনুভূতি জাগ্রত হয়। ফলে একজন মানুষ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে।

### ৭. সালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া

যুবকদের নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করতে হলে নিয়মিত সালাত আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে । আর সালাত আদায়ের গুরুত্ব পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় জায়গা থেকে তুলে ধরতে হবে। সালাত মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম হাতিয়ার। সালাত যুবককে খারাপ ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে এবং ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। এ কারণে একজন সন্তান যখন ভালো মন্দ বিচার করতে পারে, তখন থেকেই তাকে সালাত আদায় করার আদেশ দিতে হবে। যাতে সে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয় এবং বড় হয়ে সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হয়। রাসূল (সা.) বলেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"তোমাদের বাচ্চাদের সাত বছর বয়সে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করার জন্য তাদের প্রহার কর। আর তোমরা তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।"[৫৯]

সালাত একজন যুবককে নিয়মানুবর্তী, সৎ, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র আত্মার অধিকারী হিসাবে গড়ে তোলে। কেননা সালাত একজন যুবককে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে । আল্লাহ তাআলার বাণী, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, "নিশ্চয়ই সালাত মুমিনকে নির্লজ্জ ও অপছন্দনীয় কাজ হ'তে বিরত রাখে।" [৬০]

জান্নাতি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হল সালাত আদায় করা। তাই যুবসমাজকে সালাতের প্রতি মনোযোগী করতে হবে এবং নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে আদায়ে অভ্যস্ত করতে হবে। তারা যদি সালাতে অভ্যস্ত হয় তবে তারা অন্যায় পথ থেকে ন্যায়ের পথে ফিরে আসবে। নিম্নোক্ত হাদিছ তার বাস্তব প্রমাণ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি এসে বলল যে, অমুক ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত অতঃপর সকালে চুরি করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেন, 'তার রাত্রি জাগরণ অতি সত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ'। ফলে সালাত যুবককে ছোট ছোট অপরাধ থেকে পরিশুদ্ধ করে হৃদয় মনকে প্রফুল্ল করে তুলবে । তখন যুবক অন্যায় কাজ থেকে সরে আসবে।[৬১]

### ৮. যথা সময়ে বিবাহ দান

ইসলাম বিয়েকে সহজ করেছে আর বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বিয়েকে করেছে কঠিন। যখন একজন ছেলে যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন তার মনে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এক ধরনের তুমুল আকর্ষণ জন্ম হয়। মনের মধ্যে শূণ্যতা অনুভব হয়। এর এক পর্যায়ে গিয়ে সে হেরে যায়। জড়িয়ে পড়ে যিনা ও ব্যভিচারের মত নিকৃষ্ট কাজে। কিন্তু উপযুক্ত বয়সে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ছিল ছেলে- মেয়ের বিবাহ দেয়া। বিয়ের মধ্য দিয়ে তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে বাজে চিন্তা দূর হত এবং চরিত্র উন্নত হত। রাসূল (সা.) বলেন, ' হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন সিয়াম রাখে। কেননা তা তার প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম'।[৬২]

### ৯. সিয়াম পালন করা

রোজা ব্যক্তিকে আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি , ধৈর্য ও দীর্ঘমেয়াদি একনিষ্ঠতার সাথে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা শেখায়। একজন যুবক যখন সিয়াম পালন করবে তখন তাকে অন্যায় পাপাচার ও গর্হিত কাজ থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহ ভীতি ও তাক্বওয়ার মালা তাকে পড়িয়ে দেবে। রোজা যুবককে যাবতীয় সামাজিক অনাচার ব্যভিচার ও গর্হিত কাজ থেকে রক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ দাঁড়াবে। রাসূল (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেনঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাঁকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরষ্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।[৬৩] আর সিয়াম অবস্থায় খুদি যুবকের নাফস বা আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ ভীতির মাধ্যমে । ফলে সে যুবক মুত্তাকির আসনে সমাসীন হন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।"[৬৪]

### ১০. যুবক-যুবতীদের অবাধ মিলামেশা রোধ করা

যুবক যুবতীদের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম নীতি অনুসরণ করা। চলাফেরাতে একাকী বের না হওয়া, নারী-পুরুষের পরিবহন পৃথক ব্যবস্থা করা। কর্মসংস্থানে অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে আলাদা আলাদা কর্মসংস্থানের আয়োজন করা। নারী-পুরুষ উভয় পর্দার নিয়ম মেনে চলা। কেননা নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের প্রথম ধাপ হলো চোখের দর্শন। এ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলী (রা.) রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করেন, উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন: يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ 'হে আলী, অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি পড়ে গেলে পুণরায় তুমি দৃষ্টি দিও না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য কিন্তু পুণরায় দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য নয়।'[৬৫] ইসলামে একজন নারী ও পুরুষ নির্জনে একাকী থাকাকে নিরুৎসাহিত করেছে। কেননা তৃতীয় জন সেখানে শয়তান উপস্থিত থাকে। মনে রাখতে হবে, শরীয়তের বিধান হল, বেগানা নারী-পুরুষের কোনো নির্জন স্থানে একাকী বাস, কিছু ক্ষণের জন্যও লোক-চক্ষুর অন্তরালে, ঘরের ভিতরে ও পর্দার আড়ালে একান্তে অবস্থান শরীয়তে হারাম। যেহেতু তা ব্যভিচার না হলেও ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে। আর ইসলাম নৈতিকতা রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা ১৪ শ্রেণির মুহাররামাত ছাড়া অন্য নারী-পুরুষের সাথে দেখা করতে নিষেধ করেছে।[৬৬]

### ১১. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

যুবসমাজ বেকার থাকলে তারা বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়বে। তাই তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ, যোগ্য ও কর্মঠ করে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে কোন কাজকে ছোট ও অবহেলা না করে কাজে লেগে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ উদ্দীপনা দিতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোক্তা তৈরীর উদ্দেশ্যে তাদের বিনিয়োগ দিতে হবে। পরস্পরকে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করতে হবে। সাহায্য-সহযোগিতা করা একই কথা। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার এমন নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى "তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা কর।"[৬৭]

### ১২. সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দান

পিতা-মাতা সন্তানের আদর্শ শিক্ষক। তাই তো একজন সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রথম সিঁড়ি হচ্ছে তার পরিবার। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অনুসরণ করে সে বড় হয় । বিশেষ করে যুবকদের চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সন্তানকে সর্বোচ্চ সময় দিয়ে নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা পিতা-মাতার কর্তব্য। একজন যুবককে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পিতামাতাকে উৎসাহ দিয়ে রাসূল (সা.) বলেন, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ "কোন পিতা-মাতা-সন্তানকে উত্তম আদব-কায়দা ও স্বভাব চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা ভালো কোন দাম দিতে পারে না"।[৬৮]

হযরত লোকমান (আ.) তার সন্তানকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন তা অনুসরণ করা যেতে পারে। পিতা- মাতার দায়িত্ব সমাজে সন্তান কিভাবে চলবে সে শিক্ষা দেওয়া, সমাজের মানুষের সাথে সে আচরণ ব্যবহার কেমন করবে তা শিক্ষা দেওয়া। আল্লাহর সাথে এবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করা। সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করা। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

"হে পুত্র! নামাজ কায়েম করো, সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজ থেকে ফিওে যাক, বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ কর এ কথাগুলো তাগিদ দেওয়া হয়েছে।"[৬৯]

### ১৩. সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা

সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার ব্যাপকভাবে ছড়াতে হবে। বিনোদনের উন্নত উপাদান হবে সুস্থ সংস্কৃতি। যাতে করে যুবকদের নৈতিক মান উন্নত করতে পারে। সুস্থ ও সুন্দর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত শরীরচর্চা, মুক্ত বায়ু সেবন, হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের জন্য কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী জাগরণী গান, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ের উপরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, মানুষের প্রতি ভালবাসা, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতীর প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা অতীব জরুরী।

### ১৪. উত্তম বন্ধু নির্বাচন

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারে না। কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। যুবসমাজকে নৈতিক বলে বলীয়ান ও উন্নত করতে হলে সৎসঙ্গ গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। সৎ ও চরিত্রবান বন্ধুদের সাথে থাকলে তারাও তাদের গুণে গুণান্বিত হবে এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত হবে। অন্য দিকে যার প্রকৃত বন্ধু আছে, তার সকল ত্রুটিকে আসতে আসতে সৎ গুণে গুণান্নিত করে দিবে। সত্যবাদিদের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে মহান আল্লাহ বলেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"[৭০]

### ১৫. মনটাকে কাজে লাগানো

যুবসমাজকে সর্বদা কাজের মধ্যে রাখতে হবে। অন্যথায় দুরন্ত ও তারুণ্যের যে বৈশিষ্ট্য গড়া যুবক শয়তানের দেওয়া কাজ সম্পাদন করে থাকবে। বলা হয়ে থাকে খালি মস্তিষ্ক শয়তানের ঘর। তা নাহলেও সময় অতিবাহিত করবে অহেতুক গল্প ও অপ্রয়োজনীয় কাজে। ঘন্টার পর ঘন্টা সময় অতিবাহিত করে উপকারহীন খেলাধুলায়। তাদের সময় নষ্ট করে এমন কাজ পরিহার করার দিকে উৎসাহ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ "যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত।"[৭১]

অহেতুক কর্মকান্ডের সাথে বা কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে যে যুবক, সে কখনো ব্যক্তি সমাজ ও জাতির জন্য সফলতা বয়ে আনতে পারবে না।

### ১৬. নেশাকর দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ

যুবসমাজের মরণব্যাধি নামে পরিচিত নেশাদ্রব্য বা মাদক। সকল ধরনের নেশাদ্রব্য আইন করে নিষিদ্ধ করা। মাদক বা নেশাদ্রব্য নিয়ে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। উৎপাদন বা আমদানি জোড়াল ভাবে বন্ধ করা। মদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম বাস্তবায়ন করা অন্যথায় তা রোধ করা বড়ই কঠিন। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে মুমিন বান্দাগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারি এসকল ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এসকল কাজ থেকে দূরে থাকো। যেন তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পার।"[৭২] অন্য আয়াতে এসেছে,

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

"শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হোক এবং তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে দূরে থাকো। সুতরাং তোমরা কি নিবৃত্ত হচ্ছো?"[৭৩]

আল্লহর নির্দেশের স্মরণ তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি কুরআনে এর যে অপকারিতা রয়েছে তা যুবকদের মাঝে তুলে ধরতে হবে যাতে এর প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মে এবং তা থেকে ফিরে আসে।

### ১৭. বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করা

অপরাধ দমনের জন্য সুন্দর আইন প্রনীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপে বিচারক তা প্রয়োগ করতে না পারে। তাই যুবসমাজকে নৈতিক অধঃপতন থেকে ফিরিয়ে আনতে হলে বিচার বিভাগকে সরকারের যাবতীয় হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও চাপ থেকে মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে তা বাস্তবায়ন করতে দিতে হবে। সাথে সাথে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কচিত্তে বিচারের রায় প্রদান ও তা কার্যকর করতে হবে। তাহলে দুষ্টু চরিত্রের যুবক-যুবতীরা শাস্তির ভয়ে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরে আসবে। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর যুগে মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে তার গোত্রের লোকজন তার ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে আসে। উসামা (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি জবাব দিয়ে বলেন,

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمِ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا–

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর কেউ চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং যখন দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তার উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করত। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম"।[৭৪]

**১৮. সম্মিলিত প্রচেষ্টায়**

জাহিলিয়াতের অসংখ্য চরিত্র হননের উপাদান বিদ্যমান সমাজে। একজন যুবক সহজেই অন্যায় কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু একজন যুবকের জন্য ভাল থাকাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। কারণ, এ সময়টাতে একজন যুবককে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে অসংখ্য অশুভশক্তি। একজন যুবক যে কোনো সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে কোনো সময় হয়ে যেতে পারে তার জীবনের সব কিছু এলোমেলো। বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, বর্তমানে যুবক শ্রেণি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সংকটে নিপতিত। তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই যুব সমাজকে সচেতন করা এবং তাদেরকে অশুভশক্তির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা সমাজের প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

**উপসংহার**

রাষ্ট্রকে উন্নত করতে হলে আগে দেশের যুবসমাজকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নৈতিক বলে বলীয়ান করতে হবে। যদি যুবসমাজকে নৈতিক চরিত্রে বলিয়ান করা যায়, তবে সে দেশের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না, অনুরূপভাবে কোন কারণে তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটলে সে দেশ ও জাতি অংকুরেই ধ্বংস হতে বাধ্য। আল্লাহ প্রদত্ত যৌবনের এই মহামূল্যবান সময়টাকে যুবসমাজ যদি ইসলামের আলোকে গঠন করে এবং ইসলাম তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কাজে ব্যয় করে, তবে তা যথার্থমূল্যায়ন হবে। মানুষের জীবনের যৌবন কাল হলো সবচেয়ে গোল্ডেন অধ্যায় আর এই গোল্ডেন সময় যদি অতিবাহিত হয় শান্তিময় ইসলামের ছায়াতলে তবে যুবকের জীবন হবে মোমবাতির ন্যায় যা অন্যকে আলোকিত করার জন্য নিঃশেষ হবে মহাআনন্দে।

---

**টীকা ও তথ্যনির্দেশ**

[১] ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২১; মঈন-উদ-দীন আহমেদ খান, 'আধুনা নৈতিক সংকট ও বাংলাদেশ', *ইসলামী ঐতিহ্য*, ১ জুন ১৯৮৫ খ্রি.

[২] ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল মু'জামুল ওয়াসীত* (দীওবন্দ: কুতুবখানা হুসাইনিয়্যা, ১৪১৭ হি.), পৃ. ২৫২; মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল'আজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত: দারুন নাফাইস লিত তাবা'আতি ওয়ান নাশর, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৯৯; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফি, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৫৫; আহমাদ ইবন ফারিস, *মু'জাম আল-মাকাঈস ফীল লুগাহ* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৩২৯; আল-জাওহারী, *আস-সিহাহ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩১৪; ইব্ন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: মু'আস্সাসাতু তারীখিল 'আরাবী, ১৯১৩ খ্রি), পৃ. ২৫২; আব্দুর রহমান হাবনাকাহ আল-মায়দানী, *আল আখলাক আল ইসলামিয়্যাহ ওয়া উসূসুহা* (দিমাস্ক: দারুল কালাম, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১০-১১।

[৩] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, আল-মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৫৪০।

[৪] আমিনুল হক, আরবি প্রতিশব্দ অভিধান, (কুষ্টিয়া: বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ প্রমোশন, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ৭৫

[৫] আল কুরআন, সূরাহ আল-কালাম, ৯৬: ৪।

[৬] আল কুরআন, সূরাহ আশ-শু'আরা, ২৬: ১৩৭।

[৭] আবু বকর আহমদ বিন আমর বিন আবদ আল-বাজ্জার, আল-বাজ্জারে মুসনাদ আল-বাহর আল-জাখার (মদিনাতুল মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল উলুমুল ওয়াল হিকাম, ১৯৯৮ খ্রি.), হা. নং-২৪১৭; মিশকাতুল মাসাবিহ, সচরিত্রতা' অনুছেদ, হা. নং-৪৮৫৪।

[৮] ড. মুহাম্মদ ফজলুল রহমান, *আল মুজামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৮তম সংস্করণ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৫৭।

[১০] Ethics or moral philosophy is a branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong conduct. The field of ethics, along with aesthetics, concerns matters of value, and thus comprises the branch of philosophy called axiology. Cf. https://en.wikipedia. org/wiki/Ethics; মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ* (ঢাকা: বুক ফেয়ার, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪৩; John S. Mackenzie, *A Manual of Ethics* (Delhi: Oxford University Press, 1993), p. 1; মো: মোজাহার আলী, 'নৈতিকতা ও বাংলাদেশ: একটি পর্যালোচনা', *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০১১ খ্রি., পৃ. ২০৫; অধ্যাপক প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত, *নীতিবিজ্ঞান* (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪।

[১১] অধ্যাপক প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত, *নীতিবিজ্ঞান* (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪।

[১২] ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ৯ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৪৪; সা'দ ইউসুফ মাহমূদ আবূ 'আযীয, মাওসূ'আতুল আখলাকিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম খণ্ড (কায়রো: আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৭।

[১৩] হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: ইহয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪৫৯।

[১৪] ইমাম গাযালী (র), *ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-মা'রিফাহ, তা.বি.), পৃ. ৫৬; শরীফ আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১০১; আবূ 'উছমান 'উমর ইবন জাহিয, *তাহযীবুল আখলাক* (বৈরূত: দারুল কিতাবু লিত তুরাছ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১২।

[১৫] আল মু'জামুল ওসীত, সম্পা. মাজমা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়া, কায়রো (দিল্লী: দারুল 'ইলম, তা.বি.), পৃ. ২৮৬-২৮৭।

[১৬] আবু আবদুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ আল শাইবানী, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (মুআসসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.), হা.নং-৮৯৫২; আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল খুরাসানী, আস সুনানূ কুবরা (লেবানূন: দারুল কিতাবিল আলামিয়া, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩২৩।

[১৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ 'আব্দুল বাকী আয যারকানী, *মুখতাসারুল মাকাসিদিল-হাসানাহ্*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৯ খ্রি.), হা. নং-১৮৪।

[১৮] রাসূল (সা.)-এর চরিত্রের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে 'আয়িশা (রা.) বলেন, **ما كان احد احسن خلقا من رسول الله (ص) ما دعاه احد من اصحابه ولا من اهل بيته الأ قال لبيك، فلذلك انزل الله عز و جل وانك لعلى خلق عظيم** দ্র. হাফিজ আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন হাইয়্যান আল ইস্পাহানী, *আখলাকুন নাবিয়্যি ওয়া আদাবুহু*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: দারুল মুসলিম, ১৯৯৮ খ্রি.), হা. নং ২।

[১৯] আল কুরআন, সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩: ২১।

[২০] ডক্টর রাগিব সারজানি, ইসলামী সভ্যতার নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, কাজী আবুল কালাম সিদ্দিকী অনূদিত (ঢাকা: মাকতাবাতুল হাসান, ১ম প্রকাশনী, ২০২০ খ্রি.) পৃ. ২৩ ।

[২১] মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ উসাইমিন, শরহে রিয়াদুস সালেহীন (রিয়াদ: দারুল ওয়াতানী লিননাশবী, ১৪২৬ হি.), পৃ. ৩৪৬।

[২২] আল কুরআন, সূরা আত তাওবাহ, ৯:৬০ ।

[২৩] আল কুরআন, সূরা আয যারিয়াত, ৫১:১৯ ।

[২৪] আল কুরআন, সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ : ১৪ ।

[২৫] "বাব-মাকে একাই খুন করেছে ঐশী" প্রথম আলো, ঢাকা, ২৫ শে আগষ্ট, ২০১৩ ।

[২৬] "বেড়েছে বিয়ে বেড়েছে বিচ্ছেদ" প্রথম আলো, ঢাকা, ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০২১।

[২৭] আবু দাউদ সোলায়মান ইবনে আশয়াস ইবনে ইসহাক ইবনে বাশির ইবনে শাদাদ ইবনে ওমার আল আজদি আল সিজিস্থানী, সুনানে আবু দাউদ, ৪ খন্ড (বৈরুত: মাকতাবুল আসরিয়া, ১৯৮৯ খ্রি.) হা. নং.৩৬৬৪

[২৮] ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারক গ্রন্থ, সন্ত্রাসবাদ: কারণ ও প্রতিকার (রাজশাহী: হাদিস ফাউন্ডেশন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ১৮৫।

[২৯] *https://bn.m.wikipedia.org/wiki/*

[৩০] "দেশে ২৭ লাখ বেকারের তথ্য" প্রথম আলো, ঢাকা, ২৯ অক্টোবর,২০২০ সাল।

[৩১] "নভেম্বর দেশে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ ৬.৯১ শতাংশে পৌছেছে" দি বিজনেস স্টান্ডার,ঢাকা, ১৮ জানুয়ারী,২০২৩ খ্রি.।

[৩২] আল কুরআন, সূরা হুদ- ১১: ১১৩।

[৩৩] ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজি, জামে আত তিরমিজি, (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী,১৯৯৮ খ্রি.), হা.নং ২৬৯৫, পৃ.৩৫৩।

[৩৪] আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু শুয়াইব আল কাউসী আল আবসি ,কিতাবুল মুসান্নাফ আল আহাদিস ওয়াল আসার, ৭ম খন্ড (মাদিনাতুল মুনাওয়ারা: মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, প্রথম প্রকাশন, ১৯৮৯ খ্রি.) হা. নং. ১৯৪০১ পৃ. ২১২। জামে তিরমিজি, হা.নং ২৬৯৫, পৃ.৫৬।

[৩৫] মালিক ইবনে আনাস, মুয়াত্তা ইমাম মালেক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৬খ্রি.) হা. নং ২৬৯৫।

[৩৬] শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা, গোলাম আযম (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ১২

[৩৭] আল-কুরআন, সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭:৩২

[৩৮] সুনানে ইবনে মাজা, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মাজা, (আল বানিল হুলী: দারুল ইয়াহউল কিতাবুল আরাবিয়াহ, তা.বি.) হা.নং ৩৩৭১, পৃ.১১১৯।

[৩৯] মুসনাদে আহমদ, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল, ৫ম খন্ড (বৈরুত: আর রিসালা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশন, ২০০১ খ্রি.) হা.নং- ১৭০৯৮, পৃ.৩২৫।

[৪০] সহীহুল বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বোখারী আল জুফী, সম্পাদক পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ( ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.) হা. নং-৫২১৪।

[৪১] তাবিনুন কাজ্জাবুল মুফতারী ফিমা ইলাল আশআরী, আবুল কাশেম আলী ইবনে হুসাইন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১৮০।

[৪২] ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, অষ্টম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.) পৃ. ১২ ।

[৪৩] আল কুরআন, সূরা মায়েদাহ, ৫ : ৪৫।

[৪৪] শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রবন্ধ : পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম, আত-তাহরীক ৪/৬ মার্চ ২০০১, পৃঃ ২৭।

[৪৫] "তারুণ্যে" প্রথম আলো. বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের প্রকাশনা, 'তারুণ্যে'র অষ্টম সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.।

[৪৬] আল কুরআন, সূরাহ আল-আলাক্ব, ৯৬ : ১-৫।

[৪৭] আল কুরআন, সূরাহ আয-যুমার, ৩৯ : ৯।

[৪৮] আবূ আব্দিল্লাহ ইবন মাযাহ, *সুনানু ইবনু মাযাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), হা. নং-২২৪, পৃ. ৮১; আল খতীব আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: মাকতাবাতুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি.), হা. নং- ২১৮,৭,৪৭।

[৪৯] আল কুরআন, সূরা আনকাবূত, ২৯:৬৪ ।

[৫০] আল কুরআন, সূরা আন নাযি'আত, ৭৯:৪৬।

[৫১] মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ ওয়ালীউদ্দিন আত-তিবরিজি, মিশকাতুল মাসাবিহ, রিক্বাক্ব অধ্যায়, হা. নং ৫১৫৬, পৃঃ ১৯৯।

[৫২] আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৫।

[৫৩] আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২।

[৫৪] আল কুরআন, সূরা কাহফ, ১৮ : ১৩ ।

[৫৫] আল কুরআন, সূরা আল বাইয়্যিনাহ, ৯৮: ৫।

[৫৬] আল কুরআন, সূরা কলম, ৬৮: ৪।

[৫৭] আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, ৩৩ : ২১।

[৫৮] আল কুরআন, সূরা আনফাল, ৮ : ২।

[৫৯] মুসনাদে আহমেদ, ৪র্থ খন্ড, হা. নং- ৪৯৫।

[৬০] আল কুরআন, সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৫।

[৬১] মুসনাদে আহমেদ, হা. নং- ৯৭৭৭ ।

[৬২] মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ ওয়ালীউদ্দিন আততিবরিজি, মিশকাতুল মাসাবিহ, বিবাহ অধ্যায়, হা. নং ৩০৮০। মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানী, সহীহুত তারগিব ওয়াত তারহিব, ১য় খন্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মাআরিফ, ২০০০ খ্রি.) পৃ. ৫৭৫।

[৬৩] সহীহুল বুখারী, সম্পাদক পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.) হা. নং ১৮৯৪

[৬৪] আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ২: ১৮৩।

[৬৫] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে মুসা আত তিরমিজি, সুনানে তিরমিজি (বৈরূত: দারুল গুরবাতিল ইসলামি, ১৯৯৮ খ্রি.) হা.নং. ২৭৭৭, পৃ. ৩৯৮।

[৬৬] আল কুরআন, সূরা আন নিসা, ৪:২৩ ।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

পুরুষের জন্য মাহরাম ১৪ জন। তারা হলেন- মায়ের সমপর্যায়ের ৫ জন- মা,ফুফু (বাবার বোন), খালা (মায়ের বোন), শাশুড়ি, দুধ-মা (যে মা ছোট বেলায় দুধ খাইয়ে ছিলেন) বোনের সমপর্যায়ের ৫ জন- নিজের বোন, নানি (মায়ের মা), দাদি (বাবার মা), নাতনি (আপন ছেলে ও মেয়ের কন্যা) দুধ-বোন, মেয়ের সমপর্যায়ের ৪ জন-মেয়ে, ভাতিজি (আপন ভাই-এর মেয়ে), ভাগ্নি (আপন বোনের মেয়ে) ও ছেলের বউ। নারীদের জন্য- বাবা, চাচা, মামা, শ্বশুর। ভাইয়ের সমপর্যায়ের ৫ জন সহোদর ভাই, নিজ দাদা,নিজ নানা, নিজ নাতি, দুধ-ভাই। ছেলের সমপর্যায়ের ৫ জন- ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, মেয়ের জামাই, দুধ-ছেলে ছেলের বউ।

[৬৭] আল কুরআন, সুরা আল মায়েদা, ৮: ২।

[৬৮] ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজি, জামে আত তিরমিজি, ৪র্থ খন্ড (মিশর: শারিকাতুন মাকতাবা, ১৯৭৫ খ্রি.) পৃ.৩৩, হা. নং-১৯৫২

[৬৯] আল কুরআন, সূরা লোকমান, ৩১: ১৭ ।

[৭০] আল কুরআন, সূরা আত তাওবাহ, ৯ : ১১৯ ।

[৭১] আল কুরআন, সূরা আল মুমিনুন, ২৩ : ৩।

[৭২] আল কুরআন, সূরা মায়েদাহ, ৮: ৯০।

[৭৩] আল কুরআন, সূরা মায়েদাহ, ৮: ৯১।

[৭৪] সহীহুল বুখারী, ৩য় খন্ড, "মাগাযী অধ্যায়" হা. নং- ৪৩০৪ ।